দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JUN 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সিনেট অধিবেশনে মনিরুজ্জামান মিঞা

ঢাকা ভার্সিটি এখন কিছু লোকের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সমাধানের যুদ্ধ ক্ষেত্র

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ কিছু লোকের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সমাধানের যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে সংগঠিত সব বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলবদের সূতোর টান আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। যারা এদের ব্যবহার করেন তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে আয়েশী দিন যাপন করেন।

সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা একথা বলেন।

দীর্ঘ ১৬ পৃষ্ঠার লিখিত ভাষণে প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসের একটি ভয়াবহ ও চরম উদ্বেগজনক চিত্র উপস্থাপন করেন।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা জানান, (আটের পাতায়)

ঢাকা ভার্সিটি এখন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের বলি হয়ে প্রাণ দিয়েছে ৬ জন ছাত্র ও বহিরাগত। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে মোহসীন হলে সাতজন ছাত্র হত্যার ঘটনা বাদ দিলে এক বছরে ছয়জনের মৃত্যুর সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। গত এক বছরে যত ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ক্যাম্পাসে ঘটেছে তার পূর্ণ বিবরণ স্বল্প পরিসরের সিনেট বক্তৃতায় তুলে ধরা অসম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, গত এক বছরে ছাত্র সংগঠনগুলোর দ্বন্দ্বে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তা হচ্ছে হল দখলের প্রক্রিয়া। কোন কোন দল বা সংগঠনের এরূপ ধারণা হয়েছে যে, হল দখল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনে জয়লাভ করা যাবে যা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হবে।

তিনি বলেন, হল দখল প্রক্রিয়ায় যে সব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তার কাছে হল প্রশাসন জিম্মি। বহু চেষ্টা করেও হল প্রশাসন বহিরাগত ও অস্ত্রধারীদের হল থেকে বহিষ্কার করতে পারছেন না।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি টাকার নির্মাণ কাজকে সন্ত্রাসের আরেকটি উৎস হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি জানান, আবাসিক হলগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ে কিছু দুষ্কৃতকারী অবস্থান করে এবং ঠিকাদারদের কাছ থেকে তারা মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে। এর ফলে একদিকে নির্মাণ কাজ ব্যাহত হয় অন্যদিকে অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে গোলাগুলি শুরু হয়। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, চাঁদা না দেয়ায় অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি নির্মাণ প্রকল্পে কোন ঠিকাদারকেই দরপত্র দাখিল করতে দেয়নি।

প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট প্রসঙ্গে বলেন, সেশন জট সম্পূর্ণ বহিরাগত কারণে হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। সেশন জট ঘটার জন্য তিনি পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষককেও দায়ী করেন।

বিকাল চারটায় জাতীয় সঙ্গীত ও কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে সিনেট অধিবেশন শুরু হয়। সভার শুরুতে সিনেটের চেয়ারম্যান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা শোক প্রস্তাব পাঠ করে শোনান।

সিনেটের গতকালের অধিবেশনে ১০৪ জন সদস্যের মধ্যে ৭৩ জন উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সংসদের ৫ জন এমপি সিনেটের সদস্য হলেও তাদের কেউ গতকালের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না।

ভাইস চ্যান্সেলরের ভাষণের পর এর উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী, ডঃ এম আখতারুজ্জামান, প্রফেসর ডঃ আমিনুল ইসলাম, প্রফেসর আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর ডঃ রঙ্গলাল সেন, ডঃ এ টি এম জহরুল হক, ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান, প্রফেসর কে এ এম সাদউদ্দীন, প্রফেসর ডঃ আবুল কালাম, প্রফেসর এম আমনিুল ইসলাম, প্রফেসর ডঃ তৌহিদুল আনোয়ার, ডঃ মোহাম্মদ মোহাব্বত খান, ডঃ খন্দকার বজলুল হক এবং নিয়ামত ইলাহী।

অধিকাংশ বক্তাই ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাস প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখেন। প্রফেসর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তৃতা গত এক বছরের সন্ত্রাসের লিখিত দলিল। তিনি বলেন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গত তিন বছরে পরীক্ষা পেছানোর দাবীতে আন্দোলনরত ছাত্রদের হাতে বার বার ঘেরাও হয়েছি, তিনবার লাঞ্ছিত হয়েছি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রফেসর এম আখতারুজ্জামান বলেন, সন্ত্রাসের মুখে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস হয়ে যেতে দেয়া যায় না। সন্ত্রাস দমনে সরকারকে অবশ্যই সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রফেসর আমিনুল ইসলাম বলেন, গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ছিল সন্ত্রাস। এ বছরও তাই। ক্যাম্পাসে এখন জীবন মানে সন্ত্রাস। সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আমরা বেঁচে আছি। সিনেট অধিবেশন আজ বিকাল চারটা পর্যন্ত মূলতবী ঘোষণা করা হয়েছে। আজকের অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করা হতে পারে বলে জানা গেছে।